দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 3 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ .....

রাজীব খুনের সঙ্গে জড়িত নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ৫ শিক্ষার্থী গ্রেফতার

❑ স্টাফ রিপোর্টার

ব্লগার আহমেদ হায়দার রাজীব শোভনের খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পাঁচ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরা হলেন- ফয়সাল বিন নাঈম ওরফে বীন (২২), মাকসুদুল হাসান অনিক (২৩), এহসান রেজা রুম্মান (২৩), নাঈম সিকদার ইরাদ (১৯) এবং নাফিজ ইমতিয়াজ (২৩)।

গ্রেফতারকৃতরা সবাই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিএর ছাত্র। তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দু'টি চাপাতি, চারটি ছুরি, একটি বাইসাইকেল, আটটি সেল ফোন এবং একজোড়া কেডস উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজিব হত্যাকাণ্ডে পৃঃ ১৫ ক ঃ ৮

রাজীব খুনের সঙ্গে জড়িত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোট ৭ জন অংশ নিয়েছিলো। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। ব্লগে লেখালেখির কারণে রাজিব খুন হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে গতকাল (শনিবার) এক সংবাদ সম্মেলনে গ্রেফতারকৃতদের সাংবাদিকদের সামনে হাজির করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গত শুক্রবার রাতে রাজধানীর বিশ্বরোড, কাকরাইল, রাজারবাগ, বসুন্ধরা ও [illegible] থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। [illegible] তারা রাজীব খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে ঘটনার সময়ের বর্ণনা দিয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বরাত দিয়ে মনিরুল ইসলাম আরো জানান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নামাজ কক্ষে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই সূত্রে তারা একে অপরের সঙ্গে ইসলামিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য শেয়ার করতেন। তাদের গ্রুপের এক বন্ধু এক সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই বন্ধু তাদের বিভিন্ন ব্লগের ঠিকানা দেন। সেসব ব্লগ থেকে ডাউনলোডকৃত তথ্য তাদের মধ্যে সরবরাহ করেন। এই বন্ধু গ্রুপের সদস্যরা 'থাবা বাবা'সহ বিভিন্ন ব্লগারের সঙ্গে পরিচিত হন। এক পর্যায়ে 'থাবা বাবা' সম্পর্কে রটানো বিভিন্ন 'গুজব' বিশ্বাস করে 'থাবা বাবা' নামধারী ব্লগারকে উচিত শিক্ষা দেয়ার পরিকল্পনা করেন। ঘটনার দেড় মাস আগে থেকেই তারা রাজিবকে খুনের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই পাঁচজন গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্লগার রাজীবকে তার পল্লবীর বাসার সামনে ভুলিয়ে হত্যা করেন।

মনির হোসেন আরো জানান, তারা ফেসবুক থেকে রাজীব সম্পর্কে তথ্য নিয়ে শাহবাগ জাগরণ মঞ্চে তাকে শনাক্ত করেন। রাজীব কখন শাহবাগে আসবেন তা অনুসরণ করতে এবং তাকে হত্যা করতে নিজেদের মধ্যে ইনটেন্স ও এক্সিকিউশন নামে দুটি গ্রুপ গঠন করে। এ গ্রুপের সদস্যরা হলেন- এহসান রেজা রুম্মান, মাকসুদুল হাসান অনিক, নাঈম সিকদার ইরাদসহ আরো দুজন। অপরদিকে এক্সিকিউশন গ্রুপের সদস্য হলেন- ফয়সাল বিন নাঈম ও মাকসুদুল হাসান অনিকসহ আরো একজন। হত্যাকাণ্ডের সময় উভয় গ্রুপের সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো জানান, ঘটনার দিন বিকেল থেকে তারা রাজীবের বাসার সামনে ক্রিকেট খেলেন। সন্ধ্যার পর রাজীব শাহবাগ থেকে বান্ধবী তানজিলাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে বাইপটেকি হয়ে নিজের বাসার দিকে যাওয়ার পথে ওই পাঁচ শিক্ষার্থী রাজীবকে ঘাড়ে চাপাতি দিয়ে কোপ দেন। তাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। নাঈম রাজিবকে এলোপাতাড়িভাবে চাপাতি দিয়ে কোপানোর সময় অনিকের জুতায় কোপ লাগে এবং পায়ের একটি আঙুল সামান্য কেটে যায়। এ জুতা তিনি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের পুকুরে ফেলে যান। এরপর তারা তাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যান। যাওয়ার সময় চাপাতি একটি পান দোকানের সামনে ফেলে যায়। আলামত হিসেবে এগুলো উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গতকাল ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে ঢাকার মুখ্য আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাদের বিরুদ্ধে ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতারের পর ওই পাঁচ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর গত সপ্তাহে তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, রাজীব হত্যায় জড়িত সন্দেহে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবিকৃত ৭ জন সম্পর্কে পুলিশের কিছু জানা নেই বলে উল্লেখ করেছেন পুলিশের মুখপাত্র মনিরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার শোভনকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।